নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়

মহিলা কমিশনের কাজ করতে গিয়ে প্রায়শই আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে মেয়েরা গৃহে বা কর্মস্থলে কোথাওই এখনো পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্য সম্মান বা নিরাপত্তা পাননি। এটা হতাশের বিলাপ নয়, সমাজে মেয়েদের সমতা আদায় করার লড়াই যে কত কঠিন তারই স্বীকৃতি। যেমন আমাদের জেলা পরিদর্শনের সময় কিছু কিছু জেলা হাসপাতালে গিয়ে আমরা দেখেছি সেখানে মেয়েদের ওয়ার্ডে এমন কিছু মহিলা রয়ে গেছেন যাঁদের এখন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তাঁরা রয়ে গেছেন এই কারণে যে তাঁদের বাড়ির লোকেরা তাঁদের বর্জন করেছেন এবং তাঁদের আর কোনও খোঁজখবর করেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হয় তাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মানবিক কারণে সরকারী হাসপাতালগুলি তাঁদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, কিন্তু পারিবারিক বিবেককে বিচলিত হতে দেখছি না। একইভাবে একাধিকবার আমরা এমন নারীর সন্ধান পেয়েছি যিনি শিশুসহ বাড়ির বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অথবা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এরকম ক্ষেত্রে আমরা তাদের সরকারী বা বেসরকারী হোমগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করি, কিন্তু প্রশ্ন হল এখানে পরিবারের দায়িত্ব কি কিছুই নেই?

এই ধরনের ঘটনায় প্রতিকারের জন্য দু'টি আইন গত কয়েকবছরের মধ্যে পাশ হয়েছে, একটি গার্হস্থ হিংসা থেকে মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য আইন, ২০০৫ এবং বয়স্ক নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য আইন, ২০০৭। পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যে এই দু'টি আইন কার্যকরী করার জন্য প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় গার্হস্থ্য নির্যাতন সংক্রান্ত আইনের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন একজন করে সুরক্ষা আধিকারিক। বয়স্ক নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য অনেকগুলি জেলাতেই SDOরা পেয়েছেন এ ধরনের ঘটনায় দুর্গতদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার বা প্রয়োজনে মীমাংসা করার ভার। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আইনগুলিকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও সামাজিক শক্তিগুলির মেলবন্ধন না ঘটালে প্রতিকার দুর্লভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেয়েদের সমতার প্রশ্নটি কেবল পরিবারের মধ্যেকার পরিস্থিতি থেকেই উঠে আসে না ; কর্মক্ষেত্রে মেয়ে বলেই তাদের নানা ধরনের বিপদ ও অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতির থেকে মেয়েরা যাতে প্রতিকার পেতে পারেন সেইজন্য ১৯৯৭ সালের ১৩ আগষ্ট সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির জন্য অবশ্যপালনীয় একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিলেন, যা 'বিশাখা গাইডলাইনস্' নামে পরিচিত। এই নির্দেশিকাকে ভিত্তি করে একটি খসড়া আইনও তৈরি হয়েছে। কমিশন থেকে গত ১৩ আগষ্ট এই বিষয়ে রাজ্যস্তরের একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে এল যে বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে সামাজিক বা প্রশাসনিক স্তরে ধারণা খুব অস্পষ্ট। মহিলা কমিশন থেকে আমরা এই ব্যাপারে সমাজ ও প্রশাসনকে সচেতন করার প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রাক্-আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন

কেস নং—১ ঃ আবেদনকারিণী বিবাহের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হন। দুটি নাবালক সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বামী ঠিকমতো খেতে-পড়তে দেন না। আবেদনকারিণী বাধ্য হয়ে লোকের বাড়ীতে রান্নার কাজ নিয়েছেন। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী মাসিক ২০০০ টাকা দিতে সম্মত হন। আবেদনকারিণীর থাকার জায়গা না থাকায় আবেদনকারিণী যাতে সুষ্ঠুভাবে শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে পারেন কমিশন থেকে সেই ব্যবস্থা করা হয়।

কেস নং—২ ঃ আবেদনকারিণী গত ২০০০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা অত্যাচারিত হন। পরবর্তীতে আলাদা বাড়ী বাড়া নিয়ে দু'বছর থাকেন, কিন্তু মতপার্থক্য হওয়ায় উভয়েই আলাদাভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

কমিশন থেকে তিনবার উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী এককালীন ভরণপোষণ বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিতে সম্মত হন। অপরপক্ষ এককালীন খোরপোষের ৫০ শতাংশ কমিশনের সামনে Bank draft-এর মাধ্যমে স্ত্রীকে দিয়েছেন, তাও উভয়পক্ষের আপোষ বিবাদ-বিচ্ছেদের আবেদন হাইকোর্টে জমা পড়েছে। বাকী টাকা অপরপক্ষ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিনে আবেদনকারিণীকে দেবেন।

কেস নং—৩ ঃ আবেদনকারিণী একজন সরকারী স্কুলের শিক্ষিকা, স্বামীও একজন সরকারী আধিকারিক। উভয়ে ভালবেসে বিয়ে করলেও বিয়ের কিছুদিন পরেই ছোটোখাটো ব্যাপারে অশান্তি হতে হতে উভয়ে আলাদা থাকতে শুরু করেন। আবেদনকারিণী তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কের অশান্তি নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে উভয়ের সাথে যৌথ আলোচনায় বসা হয়। তিনবার যৌথ আলোচনার পর উভয়ে একত্রে বসবাস করতে সম্মত হন এবং বর্তমানে কমিশনের তত্ত্বাবধানে তাঁরা একত্রে সংসার করছেন।

কেস নং—৪ ঃ আবেদনকারিণী কলেজের অধ্যাপিকা। কলেজের কিছু সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে মতান্তর। পরবর্তীতে আবেদনকারিণীকে সামান্য বিষয়ে শো-কজ করা হয়। আবেদনকারিণী উক্ত শো-কজের উত্তর দিলেও কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় শো-কজের উত্তর দিতে বলা হয়। এমতাবস্থায়, আবেদনকারিণী কাজে যোগদান দিতে না পারায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে "বিশাখা গাইড লাইন অনুযায়ী কমিটি" তৈরী করে তদন্ত রিপোর্ট কমিশনকে পাঠাতে বলা হয়। উক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করান। এবং আবেদনকারিণীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বর্তমানে আবেদনকারিণী কমিশনকে লিখিতভাবে জানান অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভালো ব্যবহার করছেন, তাই উনি অভিযোগটি তুলে নিতে চান।

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯২৪৭৭০

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩৪৮৮৭৫

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
এফ-সি ৭১, সল্টলেক সিটি
সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০ ১০৬
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ কোলে *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জেলা পরিদর্শন

মুর্শিদাবাদ

গত ১৯/০৬/২০১০ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্য শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী, শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু এবং শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শনে যান। জেলার প্রশাসনিক সভাকক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে D.M., A.D.M., D.S.W.O., D.S.P (Head Quarter), C.M.O.H., D.P.O. জেলা পরিষদের সদস্য, সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের অফিসার, এবং বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে জেলায় মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য কোনও কমিটি এখনও তৈরী করা হয়নি। তবে শীঘ্রই এই ব্যাপারে তৎপরতা নেওয়া হবে। C.M.O.H জানান, গ্রামের সব U.S.G. ক্লিনিকগুলিতে সদাসতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। জেলায় একটি পাচারবিরোধী সেল থাকলেও এর কোন কার্যকারিতাই নেই। কিছু এন.জি.ও রিপোর্ট করে যে জেলা থেকে প্রচুর মেয়ে কাশ্মীর ও হরিয়ানায় পাচার হয়ে যাচ্ছে। নিরাপদ স্থানান্তরণ প্রকল্পের আওতায় ৭২টি গ্রামপঞ্চায়েতকে আনা হয়েছে। জেলায় বাল্যবিবাহ ৬১% এবং ১৬ বছরের নীচে ৬৫% মেয়ে গর্ভবতী হয়েছেন। ICDS কর্মীদের দ্বারা জেলায় অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম চলছে। DSWO-এর কাছ থেকে জেলার DVA সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। NREGA-তে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। তবে SHG-এর রিপোর্ট খুব ভাল। জেলার ২৬টি ব্লকের প্রতিবন্ধীদের কার্ড দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডোমকলে গত ২৭/০৬/২০১০ থেকে প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও বিধবাদের জন্য 'পেনসন আদালত' নামে একটি পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে।

কমিশন সদস্যরা জেলা সংশোধনাগার, শেল্টার হোম 'শিলায়ন' ও বহরমপুর জেলা হাসপাতালও পরিদর্শন করেন।

সংশোধনাগারে ১৮ জন বাংলাদেশি মহিলাদের মধ্যে ১৪ জনই জানখালাস। সত্বর তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। 'শিলায়ন' হোমে বর্তমানে ১১১ জন আবাসিক আছেন। এখানে ছোটরা বেশীর ভাগই স্কুলে যাচ্ছে এবং অন্যদের নানা পরিশিক্ষণ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা আছে।

নদিয়া

মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাশ, সদস্য সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাশ, লক্ষ্মী মুর্মু, শ্যামলী চক্রবর্তী ও ডঃ উমা বসু গত ১৬/০৯/১০ তারিখে নদিয়া জেলা পরিদর্শনে যান। তাঁরা সকলে কৃষ্ণনগর পৌঁছে সংশোধনাগারের মহিলা বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং বিকেলে কৃষ্ণনগরের সরকারি জুভেনাইল হোম এবং সদর হাসপাতালের নারী বিভাগে যান। এছাড়াও তাঁরা প্রশাসন ও মহিলা সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে একটি আলোচনাসভায় মিলিত হন।

এই আলোচনাসভায় মহিলা কমিশনের সদস্যগণ ছাড়া ছিলেন DM, ADM(G), DSP (Sadar) ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ, পুলিশের মহিলা সেলের OC, শিশু কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী, Family Counselling Cell-এর প্রতিনিধি, DWO (BCW), Minorities Welfare Officer, বিভিন্ন মেয়েদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীগণ, DSWO, PO (DVA) এবং নানা মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলার পক্ষ থেকে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের এবং সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে মেয়েদের সুফল পাবার কতটা অগ্রগতি ঘটেছে, সে বিষয়ে কিছু তথ্যাবলী কমিশনকে দেওয়া হয়। কমিশন থেকেও এ বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মেয়ে পাচার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করেন DSP (Sadar) পাপিয়া সুলতানা। Dropout ও অল্প বয়সে বিবাহের প্রবণতা নিয়ে কমিশন থেকে প্রশ্ন করা হয়। নারী অধিকার রক্ষা কমিটি এখনও জেলায় তৈরি না হওয়ায় কমিশন DM-কে অবিলম্বে এই পদক্ষেপ নিতে বলেন। এছাড়া জেলার এখন কমিশনের সহায়তায় গার্হস্থ্য নির্যাতনে নারীর সুরক্ষা আইন (২০০৫) নিয়ে যে সচেতনতা শিবিরগুলি হচ্ছে, সেগুলিকেও দ্রুত সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। কিছু বেসরকারি ঋণদান সংস্থার উপদ্রবে SHG-গুলির অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন অনেক মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি। জেলায় মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক অসুস্থতাগ্রস্ত মেয়েদের জন্য বিশেষ আবাসের দাবিও উঠে আসে। কমিশনের সদস্যরা জেলার একটি কেসের শুনানী করে তাঁদের সুপারিশও দেন।

গার্হস্থ্য আইন : জেলা কর্মশালা

দক্ষিণ দিনাজপুর

গত ২৪/০৭/২০১০ তারিখ, শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে DM অফিসের কনফারেন্স হলে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্য শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মুর উপস্থিতিতে জেলাস্তরে PWDV Act নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা জজ, পুলিশ আধিকারিক, কয়েকজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ও সুরক্ষা আধিকারিক। বেশ কিছু NGO'র প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে সাবডিভিশন স্তরে ৪টি সচেতনতা শিবিরের বিষয়টিও আলোচিত হয়।

বর্ধমান

গত ১৪/০৮/২০১০ তারিখ, শনিবার বর্ধমান শহরের B.D.A কনফারেন্স হলে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্য শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তী'র উপস্থিতিতে জেলাস্তরে PWDV Act নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), জেলাজজ, জেলা পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক, ডি.এস.পি, কয়েকজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কয়েকজন আইনজীবী। এছাড়াও স্থানীয় কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক এবং সুরক্ষা অফিসার এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। আগামী দু'মাসের মধ্যে সাবডিভিশন স্তরে আরো ৪টি কর্মশালা হবে ঠিক হয়।

পুরুলিয়া

গত ২৮/০৮/২০১০ তারিখ, শনিবার পুরুলিয়া সদরে জেলা পরিষদ ভবনে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস ও সদস্য ভগবতী মণ্ডলের উপস্থিতিতে জেলাস্তর PWDV Act নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। জেলাপ্রশাসনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি, জেলা জজ, কয়েকজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ আধিকারিকরা, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ও সুরক্ষা আধিকারিক। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আইনজীবী এবং NGO'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হয়, সাবডিভিশন বা ব্লকস্তরের সচেতনতা শিবির নিয়ে শীঘ্রই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সবকটি আলোচনায় সুরক্ষা আইনের বিশ্লেষণমূলক বিবরণ ছাড়াও এই আইনটির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়েও বিস্তারিত আদানপ্রদান হয়। আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে জেলার ৪টি মহকুমায় অথবা ব্লকে 'সুরক্ষা' আইনের কর্মশালার আয়োজন করা হবে জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং উপরোক্ত কর্মশালাগুলির আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হবে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে বা স্থানীয় কয়েকটি NGO-কে।

এ ব্যাপারে কমিশনের প্রকল্প আধিকারিক অর্পিতা গুহঠাকুরতা যোগাযোগ রাখবেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকের সঙ্গে। এই প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি জেলাস্তরের আলোচনার তারিখের পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি জেলার সাবডিভিশন বা ব্লকস্তরের কর্মশালাগুলির আয়োজন করে ফেলতে হবে।

মহিলা কমিশন আয়োজিত আলোচনাসভা/কর্মশালা

সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিত্যক্ত মহিলাদের উপর আলোচনাসভা

গত ২০ জুলাই ২০১০ তারিখে কমিশনের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত মহিলাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি আলোচনা সংগঠিত হয়। কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী, সদস্যবৃন্দ এবং আধিকারিকরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার কল্যাণ বিভাগের কমিশনার শ্রী দিলীপ ঘোষ, হেল্থ সার্ভিস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী, হাওড়া জেলা হাসপাতাল, বাঙ্গুর হাসপাতাল ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও ডেপুটি সুপারগণ, ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোলার, কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে শ্রীমতী শিখা গঙ্গোপাধ্যায় ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করে জানতে পেরেছে যে হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিত্যক্ত মহিলা থেকে গেছেন, যার ফলে হাসপাতালগুলিতে স্থানাভাবে বা শয্যার সমস্যা দেখা দিয়েছে। আলোচনায় ঠিক হয় এইসব মহিলার পুনর্বাসনের জন্য প্রথমে এদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে যদি সম্ভব হয় তবে তাদের পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর যেখানে সেই সম্ভাবনা নেই সেখানে তাদের স্বাধার হোম বা অন্য শেল্টার হোমগুলিতে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আবার যে সব মহিলা 'Vagrant' বলে চিহ্নিত হবেন তাদের উত্তরপাড়া ভ্যাগরান্ট হোমেও পাঠানো যেতে পারে। অবশ্য এই পুনর্বাসনের কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্যের হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্য দপ্তর, সমাজকল্যাণ বিভাগ, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি সমস্ত দপ্তরকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

সেদিনের আলোচনার মধ্য দিয়ে কিছু সুপারিশ উঠে আসে। কমিশনের সভানেত্রী বলেন এই সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করে কমিশন একটি অ্যাকশান প্ল্যান তৈরী করে শীঘ্রই তা সরকারের কাছে প্রেরণ করবে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা বিল ২০০৭—আলোচনাসভা

গত ১৩/০৮/২০১০ তারিখে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ভাষা ভবন কনফারেন্স হলে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে "Sexual Harassment at Work Place Bill–2007"-এর উপর রাজ্যস্তরের এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য। রাজ্যের আইনমন্ত্রী মাননীয় শ্রীরবিলাল মৈত্র এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক যশোধরা বাগচী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট অপর্ণা ভাট। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। শ্রীমতী ভাট আলোচনার মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন। মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি এই বিলটি উপস্থাপন করেন। এরপর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস। তিনটি পর্বে ভাগ করে এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হয়। এই পর্ব পরিচালনা করেন কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস। প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংহিতার পক্ষ থেকে সোমা সেনগুপ্ত, এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঈপ্সিতা চন্দ।

'কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন' বিল সংক্রান্ত আলোচনাসভায় আইনমন্ত্রী শ্রী রবিলাল মৈত্র, অপর্ণা ভাট, কমিশনের সভানেত্রী ও অন্যান্যরা

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, "Complaints Mechanism and Procedure" (অভিযোগ গ্রহণকারী সংগঠন ও অভিযোগগ্রহণ পদ্ধতি)। এই পর্ব পরিচালনা করেন কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত। প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের আইনজীবী সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মহুয়া ভার্মা।

এরপর তৃতীয় পর্বে আলোচনা হয় রাজ্য ও নিয়োগকর্তার ভূমিকা নিয়ে। কমিশনের পক্ষ থেকে এই পর্বটি পরিচালনা করেন কমিশনের সদস্যা অধ্যাপক উমা বসু। প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঈশিতা মুখার্জ্জি এবং অ্যাসিটেন্ট লেবার কমিশনার শ্রীমতী সঙ্গীতা মুখার্জ্জি। প্রত্যেকটি পর্ব থেকেই উঠে এসেছে অনেক প্রশ্ন, অনেক সুপারিশ। সবগুলিকে নিয়ে প্রত্যেকটি পর্বের আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেন কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য।

মহিলা কমিশনের স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ

মেমারীতে ০৩/০৬/২০১০ তারিখের গণধর্ষণের ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত

০৫/০৬/২০১০ তারিখের আজকাল ও গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল ০৬/০৬/২০১০ তারিখে বর্ধমানের মেমারীতে একটি গণধর্ষণের ঘটনার তদন্ত করতে যায়। ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল ও শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি।

এই মহিলা (পেশায় ক্ষেত মজুর/রাজমিস্ত্রী) গণধর্ষণের শিকার হন। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি জানান এই ঘটনার পর পাশাপাশি বাড়ির মেয়েরা ও এক বয়স্ক ভদ্রলোক তাকে মেমারী হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেন এবং পুলিশের কাছেও সব ঘটনা জানানো হয়। ইতিমধ্যে সব দুষ্কৃতীরা ধরা পরেছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, দুষ্কৃতীরা এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দলের কাছে জানানো হয়, এই অঞ্চলের মেয়েরা খুবই ভয়ে আছেন। তারা সবাই খুবই গরীব ঘরের। তারা কমিশনকে অনুরোধ করেন নিগৃহীতা মহিলার নিরাপত্তার জন্য হোমে রাখার ব্যবস্থা করতে। ঐ দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবী তারা করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে ঐ মহিলাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে।

হুগলীর ধনিয়াখালিতে দুলাল স্মৃতি সংসদের হোমে থাকা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এক মহিলা বিষয়ে তদন্ত

কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য এবং সদস্য ডঃ উমা বসু গত ১০/০৭/২০১০ তারিখে হুগলীর ধনিয়াখালিতে দুলাল স্মৃতি সংসদের হোমে থাকা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জনৈক কাকলি ভট্টাচার্যকে দেখতে যান।

কাকলি ভট্টাচার্যকে তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে রাস্তায় ইতঃস্ততভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি কমিশনকে বিষয়টি জানান। তারপরেই কমিশনের উদ্যোগে তাদের ঐ হোমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কাকলির সাথে কথা বলে কমিশন সদস্যদের মনে হয় যে তার মানসিক অবস্থার অবনতির কারণ তার প্রতি খারাপ ব্যবহার। মানসিক অবসাদগ্রস্ত হলেও মেয়ের প্রতি তার যথেষ্ট ভালবাসা আছে।

কাকলির কাছ থেকে তার স্বামী ও ভাইয়ের ঠিকানা পেয়ে কমিশন উভয়কে ডেকে পাঠান। কাকলির স্বামী ও ভাই উভয়েই কমিশনে উপস্থিত থাকলেও কাকলিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যেই সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়।

কমিশন সদস্যরা কাকলি ও তার মেয়ের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কী সুব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। আবার Mental Health Act-এর ৭৯ ও ৮০ ধারা অনুযায়ী খোরপোষের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও কমিশন খতিয়ে দেখবে।

বীরভূমের আদিবাসী কিশোরীকে নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা বিষয়ে তদন্ত

বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বরতলা গ্রামের একজন আদিবাসী কিশোরীকে যৌন হেনস্থা ও নির্যাতনের খবর সংবাদপত্র মাধ্যমে অবগত হয়ে গত ১৬/০৮/২০১০ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্য শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী ঐ কিশোরীর সাথে দেখা করার জন্য রামপুরহাটের একটি শেল্টার হোমে যান।

তাঁরা মেয়েটির সাথে কথা বলে জানতে পারেন সে বরতলার বাসিন্দা, বয়স ১৬। সে তার বাবা ও ভাইয়ের সাথে কৃষিকাজ ও পাথর ভাঙার কাজ করতো। কর্মসূত্রে পাশের মাশরা গ্রামের ভিন্ন জাতের একটি ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়। যেদিন ঘটনাটি ঘটে সেদিন মেয়েটি মাশরা গ্রামে বাড়ির কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে যায় এবং পথে ছেলেটির সাথে দেখা হলে তার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকে। সেইসময় পাশের সাফালকুদি গ্রামের দু'জন লোক তাদের দেখে এবং মুসলমান ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে ও মারতে থাকে। মেয়েটির চীৎকারে ভীড় জমে যায়, কিন্তু সবাই যখন শোনে কেন তাকে মারা হচ্ছে তখন সকলে মিলে তাকে আরো মারতে থাকে এবং তার পোশাক টেনে খুলে ফেলে নগ্ন অবস্থায় নির্যাতন করতে করতে চান্নি, শিউলিবোনা ও বরতলা—তিনটি গ্রামে ঘোরানো হয়। কোনো গ্রামের লোক এমনকি তার নিজের গ্রামের লোকও তাকে বাঁচাতে আসে না, বা কেউ কোনও প্রতিবাদও করে না। এইভাবে নির্যাতন চলতেই থাকে, উপরন্তু মোবাইল ক্যামেরায় এই পাশবিক নির্যাতনের ছবি তুলে রাখা হয়। এই অমানুষিক অত্যাচারের পর মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পুলিশের কাছে যাতে সে রিপোর্ট না করে সেই বিষয়েও ভয় দেখানো হয়।

মেয়েটির বক্তব্য শোনার পর কমিশন সদস্যরা বীরভূমের SDO ও SDPO-এর সাথে এই ব্যাপারে কথা বলার পর জানতে পারেন ঘটনাটি আসলে ১১ মে ২০১০-এ ঘটে, ৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রশাসন কিছুই জানতেন না। বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে খবরটির ভিডিওগ্রাফড্ ক্লিপিংস প্রচরিত হওয়ার পর খবরটি সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হন এবং তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ ৮ আগস্ট তাঁরা মেয়েটির খোঁজ করেন। মেয়েটি তখন মাঠে কাজ করছিল। মেয়েটির কাছ থেকে সব শুনে মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য তার বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই তাঁরা মেয়েটিকে হোমে পাঠিয়ে দেন। মেয়েটিকে হোমে পাঠানোর পর তার পরিবারের লোকজন এখনও পর্যন্ত তাকে দেখতে আসেননি। মেয়েটিও গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলাও করেছে।

কমিশন সদস্যরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং কমিশন মনে করে এটি শুধুমাত্র একটি ঘৃণ্য ঘটনা নয়, উপরন্তু এটি এক বিরাট সামাজিক সমস্যাও। নারীর বিরুদ্ধে এই ধরনের পাশবিক নির্যাতন ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে তার জন্য জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদকে গ্রামবাসীদের সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করার সুপারিশ করা হয়। অপরাধীদের শাস্তি এবং মেয়েটির সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্যও কিছু সুপারিশ করা হয়। ইতিমধ্যে মেয়েটির পুনর্বাসনের জন্য জেলা প্রশাসন তার নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু টাকা গচ্ছিত করেছেন।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

Human Rights, Justice and Constitutional Empowerment edited by C. Raj Kumar & K. Chockalingam : New Delhi : O.U.P, 20078 1 **The Right to Information Act, 2005** 6th edited by N. K. Acharya—Hyderabad : Asia Law House, 2006. 1 **Human Rights and Social Work : Issues, Challenges and Response** by A. S. Kohil—New Delhi : Kanishka, 2004 1 **Population Problem and Control** edited by Arun Kumar—New Delhi : Anmol, 2000 1 **Behavioural Problems in Adolescent Period** by M. Rajamanickam—Delhi : Authors press, 2007 1 **Gender and Mental Health** by Pauline M Prior—New York University Press, 1999 1 **Prostitution and Beyond : An Analysis of Sex Work in India** edited by Rohini Sahni... etal—New Delhi : Sage, 2008 1 **Problems of Disabled People** *ed.* by Manjumohan Mukherjee—Ambala : Associated Publishers, 2006 1 **Health, Medicine and Empire : Perspectives on Colonial India** *ed.* by Biswamoy Pati & Marts Harrison—New Delhi : Orient Longman, 2001 1 **AIDS and the Human Survival** by V. Ramamurthy—Delhi : Author Press, 2000 1 **From Sacred Servant to Profane Prostitute : A history of the changing legal status of the Devadasis in Indian 1857–1947** by Kay K. Jordan—New Delhi : Manohar, 2003

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০ 1 **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০ 1 **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০ 1 **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫ 1 **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০ 1 **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০ 1 **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন* 1 **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০ 1 **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Duttagupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- 1 **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও অক্ষর লেজার, ২ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।